সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা ❑ অগ্রহায়ণ-১৪২৭, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২০ ❑ পৃষ্ঠা ৮

নওগাঁর পোরশায় পুনর্বাসন ও ... ২
কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ করতে হলে ... ৩
বীজের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মানসম্মত ...৫
বরিশালের বানারিপাড়ায় ভার্চুয়ালে... ৬
নিরাপদ উপায়ে ফসল উৎপাদনে ... ৭

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাটির গুরুত্ব অপরিসীম-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে অনলাইনে 'সয়েল মিউজিয়াম সফটওয়্যার' উদ্বোধন ও 'ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন ইন বাংলাদেশ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য মাটির গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের জীবনজীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার ওপর। দেশে বর্তমানে ১৭ কোটি মানুষ রয়েছে যা ক্রমোশ বাড়ছে, প্রতি বছর ২২ লাখ নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে; অন্যদিকে শিল্পায়ন, নগরায়ন, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরিসহ নানা কারণে চাষের জমি কমছে। এই দুই চ্যালেঞ্জের সাথে যুক্ত হয়েছে- জলবায়ু পরিবর্তন। এসব বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

লালমনিরহাটে কৃষকদের বিনামূল্যে ধানমাড়াই মেশিন বিতরণের উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি ও পাওয়ার থ্রেসার বিতরণ অনুষ্ঠান শুক্রবার ২০ নভেম্বর ২০২০ লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লালমনিরহাটে ৩০টি গ্রুপে ৯৬ হাজার টাকা মূল্যের ধানমাড়াই (পাওয়ার থ্রেসার) মেশিন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম। এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কৃষিতে আইসিটি ব্যবহারে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় আইসিটি পুরস্কার পেয়েছে কৃষি তথ্য সার্ভিস

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণ করছেন কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি/আইসিটি ব্যবহার (সেরা প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার ২০২০ পেয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)। ১১ ডিসেম্বর ২০২০ শুক্রবার রাতে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মাল্টিপারপাস হলে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানজনক এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

নওগাঁর পোরশায় পুনর্বাসন ও প্রণোদনা বিতরণ করছেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়

নওগাঁর পোরশা উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসুচির আওতায় চলতি রবি/২০২০-২১ মৌসুমে উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ২৩ নভেম্বর ২০২০ উপজেলার শহীদ পিংকু বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে পুনর্বাসন ও প্রণোদনার বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকিত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ও ৪৬ নওগাঁ-১ (সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর) আসনের সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোরশা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শাহ্ মঞ্জুর মোরশেদ চৌধুরী, পোরশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলহাজ মো: মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: নাজমুল হামিদ রেজা।

উল্লেখ্য, চলতি ২০২০-২১ মৌসুমে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসুচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এ বছর বোরো আবাদে ৩০০ জন, গম আবাদে ১৫০০ জন, সরিষা আবাদে ১২৫০ জন, ভুট্টা আবাদে ১০০ জন, মসুর আবাদে ২৫০ জন, খেসারি আবাদে ২৫০ জন, টমেটো আবাদে ১০০ জন, মুগ আবাদে ১১০ জন, মরিচ আবাদে ১০০ জন, পেঁয়াজ আবাদে ২০ জন, চীনাবাদাম ১০০ জন ও সূর্যমুখী আবাদে ২০০ জনসহ মোট ৪২৮০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। তন্মধ্যে সরিষা আবাদে বীজ ১ কেজি এবং ডিএপি ও এমওপি ১০ কেজি হারে, গম চাষে বীজ ২০ কেজি, ডিএপি ও এমওপি ১০ কেজি হারে, মসুর আবাদে বীজ, ডিএপি ও এমওপি ৫ কেজি হারে এবং অন্যান্য আবাদে বীজ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে।

মো. দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর সকালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়িস্থ সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি জানায় বিনম্র শ্রদ্ধা। এ সময় কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য এলাকায় বাতাবিলেবু ও কলার বাম্পার ফলন

৫ম পাতার পর

বাজারজাতকরণের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা। কৃষকরা যাতে ফসলের সঠিক দাম পায় এবং তাদের উৎপাদিত ফল যাতে নষ্ট হতে না পারে সেজন্য রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ফ্রুট প্রসেজিং সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে আনারস, কাঁঠাল, কলা ও অন্যান্য ফলের জুস, চিপস, জ্যাম, জেলি তৈরির সুযোগ রয়েছে। পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, আরো বেশি ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং ফল সংরক্ষণাগার স্থাপন করা গেলে এ এলাকার উৎপাদিত ফল দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রাপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কুমিল্লায় কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, ইলেক্ট্রনিক ও গণযোগাযোগ মাধ্যম, কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্রসহ সকল কৃষি তথ্য সেবা কৃষকের দ্বারপ্রান্তে সহজভাবে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে, কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা এর আর্থিক সহযোগিতায়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা এর আয়োজনে ৩-৪ ডিসেম্বর ২০২০ দুই দিনব্যাপী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা এর হলরুমে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও অন্যান্য স্টাফদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মনোজিত কুমার মল্লিক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল। কৃষিবিদ মো. মুশিউল ইসলাম, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আবুল কালাম আজাদ ভূঁইয়া, উপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়। উল্লেখ্য, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তিকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে সময়োপযোগী কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ করতে হলে কৃষকদের লাভ দিতে হবে– মহাপরিচালক, ব্রি

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহীর উদ্যোগে "রাজশাহী অঞ্চলে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়" শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালার ১৪ নভেম্বর ২০২০ আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কমলারঞ্জন দাশ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় তিনি বলেন, দেশে এখন প্রায় ৫০ লক্ষ হে. জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয় এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত ২০১৯-২০ মওসুমে বোরো ধানের উৎপাদন প্রায় ২ কোটি মেট্রিক টনে পৌঁছায়। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নতুন উদ্ভাবিত ধানের জাত, জাতসমূহের সম্প্রসারণ, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারের সঠিক নীতি। তিনি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে সময়তো বীজতলা তৈরি, চারা লাগানো, সার ব্যবস্থাপনা এবং রোগ ও পোকা দমনের কার্যকর উপায়সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে উক্ত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআরের পরিচালক ড. মো. ইব্রাহিম, রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মো. হাবিবুল হক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. সিরাজুল ইসলাম। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহীর প্রধান এবং প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার কৃষিবিদ ড. মো. ফজলুল ইসলাম। এছাড়াও ডিএই, রাজশাহী অঞ্চলের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. খয়ের উদ্দিন মোল্লা। অন্যদের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চলের জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী এবং কৃষক প্রতিনিধিসহ ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, রাজশাহী

ধানের পাশাপাশি দরকার শস্যের বহুমুখীকরণ– আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মাননীয় সংসদ সদস্য, পিরোজপুর-২ আসন

ধানের পাশাপাশি দরকার শস্যের বহুমুখীকরণ। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে চাষিরা কৃষিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে দেশ আজ শুধু দানাশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। হয়েছে খাদ্যউদ্বৃত্তের দেশে পরিণত। পাশাপাশি কমেছে আমদানি নির্ভরতা। ১৬ নভেম্বর ২০২০ পিরোজপুরের ইন্দুরকানী উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত তিন দিনের কৃষিপ্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পিরোজপুর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে উৎসাহিত করা। সচেতন করা। তাই এর মাধ্যমে কৃষিকাজ আরো সম্প্রসারিত হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হোসাইন মুহাম্মদ আল-মুজাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক চিন্ময় রায় এবং উপজেলার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এম. মতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার হুমায়রা সিদ্দিকা, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান রুহুল আমিন বাঘা, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান দিলরুবা মিলন নাহার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. আসাদুজ্জামান, কৃষক প্রতিনিধি আ. আজিজ হাওলাদার প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ভান্ডারিয়ার উপজেলার চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল হাসান অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (ডিএই অঙ্গ) অর্থায়নে আয়োজিত এ মেলায় ২০টি স্টল স্থাপন করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধুর অবদানসহ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি স্থান পায়। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কৃষি বিপণনের প্রকল্প পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার ৬ ডিসেম্বর ২০২০ প্রশিক্ষণ সেন্টার ব্রাহ্মপল্লী সিংহে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক মো: মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আব্দুল মাজেদ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ ও জনাব শাহীন আখতার উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রকল্প পরিচালক জনাব শাহিনুর বেগম নীনা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদয় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো সঠিক বাস্তবায়ন হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখার আহবান জানান। উক্ত মতবিনিময় সভায় কৃষক প্রতিনিধি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিউজিয়াম সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বীজ অনুবিভাগের মহাপরিচালক বলাই কৃষ্ণ হাজরা ১৫ নভেম্বর স্থানীয় খয়েরতলায় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কনফারেন্স রুমে যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে শীতকালীন পেঁয়াজ আবাদের অগ্রগতি, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদের পরিকল্পনা ও অন্যান্য ফসল আবাদ পরিস্থিতি নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ পার্থ প্রতিম সাহা এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন। আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার উপপরিচালকগণসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি অফিসার উপস্থিত ছিলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চল এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর সকালে কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়িস্থ সদর দপ্তরে এবং কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের জানায় বিনম্র শ্রদ্ধা। এ সময় কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁর পোরশায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন

শেষের পাতার পর

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বক্তব্যে বলেন, বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কৃষকের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক কৃষকদের হাতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমেছে, যার সুফল পাচ্ছে কৃষক। সরকার ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঝে প্রদান করে চলেছেন। তিনি আরো বলেন, কৃষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাই কৃষকদের সময় উপযোগী ও যথার্থ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কৃষি বিভাগের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ নাজমুল হামিদ রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোরশা উপজেলা পরিষদের চেয়াম্যান জনাব শাহ্ মঞ্জুর মোরশেদ চৌধুরী ও পোরশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলহাজ মোঃ মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা। উদ্বোধনীর শুরুতেই কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তাৎপর্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন পোরশা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ মাহফুজ আলম। নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, সাংবাদিকসহ প্রায় ১১০০ জন কৃষক-কিষানি উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মোঃ আখতারুল ইসলাম।

মো. দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

ফসলের চাষ, উৎপাদন, সাফল্যের গল্পসহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন: ফসলের চাষ, সুখবর, উৎপাদন, সাফল্যের গল্প ছবি, টেক্স, ভিডিও আকারে পাওয়া যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত হলে সহজেই দেশব্যাপী কৃষি সম্পর্কিত হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যাবে এবং কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কৃষি পেশায় নিয়োজিত জনবলের সাথে কৃষিসচেতন জনগোষ্ঠীর মতবিনিময়ের জন্য ফেসবুক গ্রুপ ‘কৃষি ভাবনা (https://www.facebook.com/groups/KrishiBhabnaMoA) চালু রয়েছে। এখানে গ্রুপের সদস্যগণ নিয়মিত কৃষিসংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্যচিত্র, কৃষি উন্নয়নে প্রস্তাব/ভাবনা এবং কৃষিসংক্রান্ত পরামর্শ আপলোড ও শেয়ার করে থাকেন। এ ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজ (https://www.facebook.com/moa.gov.bd) এবং 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় কৃষি' শিরোনামে ইউটিউব চ্যানেল (https://www.youtube.com/channel/UCqiVY_MHLn5gpgz-Ijt16O8g) চালু রয়েছে।

ইউটিউব চ্যানেল সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় কৃষিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে ছোট ছোট ভিডিও কনটেন্ট নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রস্তুতকৃত আলো ছায়ায় হলুদ চাষ, ‘পাহাড়ে আদা চাষ, পাহাড়ে বিলেতি ধনিয়া চাষ, পাহাড়ে মাল্টা চাষ শীর্ষক চারটিসহ মোট ৪৯টি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৪৮৩ জন। চ্যানেলের ভিডিও সর্বোচ্চ ভিউ হয়েছে ২৭১৭ বার (মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, কৃষি হবে দুর্বার)। আজ পর্যন্ত চ্যানেলটি ভিউ হয়েছে ১৩৪৭৪বার।

উল্লেখ্য, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের লিংক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের হোমপেজের (moa.gov.bd/) বাম সাইডবারে ‘সামাজিক যোগাযোগ’ কর্ণারে রয়েছে। ১৯ নভেম্বর ২০২০, *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

ফসলের চাষাবাদ, প্রযুক্তিসহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পেতে ভিজিট করুন সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় কৃষি শিরোনামে ইউটিউব চ্যানেল

(https://www.youtube.com/channel/UCqiVY_MHLn5gpgzIjt16O8g)

অনলাইনে নিরাপদ কৃষিপণ্য ক্রয়/বিক্রয়ে ভিজিট করুন ফুড ফর ন্যাশন

www. foodfornation. gov.bd

এআইসিসির সদস্যগণ দেখিয়ে দিয়েছে কৃষকরা সব পারে

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন যখন ভাবাই যেতনা যে কৃষকগণ কম্পিউটার, ল্যাপটপের মতো ডিজিটাল যন্ত্রাংশ চালাতে পারে। সেখানে আজ এআইসিসির সদস্যগণ দেখিয়ে দিয়েছে কৃষকরা সব পারে। তারাও আজ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের আয়োজনে সদরদপ্তর কনফারেন্স রুমে ১৯-২০ নভেম্বর ২০২০ দুই দিনব্যাপী

এরপর পৃষ্ঠা৭ কলাম ১

বীজের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মানসম্মত বীজ উৎপাদন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. খায়রুল আলম প্রিন্স, প্রকল্প পরিচালক, ডিএই

কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল, মসলা ও বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আয়োজনে ০৫ নভেম্বর ২০২০ অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সিলেট অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক, মজুমদার মো. ইলিয়াসের সভাপতিত্বে কর্মশালার আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মো. খায়রুল আলম প্রিন্স।

কর্মশালাটি দুটি সেশনে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম উপস্থাপনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন কৃষিবিদ ড. এফ এম মাহবুবুর রহমান, উপপ্রকল্প পরিচালক। এ ছাড়াও সিলেট অঞ্চলের দুটি জেলা সিলেট এবং মৌলভীবাজার জেলা প্রকল্পের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

আলোচনায় প্রধান অতিথি বলেন, এই প্রকল্প বীজ উৎপাদন প্রকল্প। তাই বীজ উৎপাদন করতে গিয়ে যে সমস্যাগুলো আসবে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজ উৎপাদনে অবশ্যই বীজের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মানসম্মত বীজ উৎপাদন করতে হবে। সেই সাথে প্রয়োজন উত্তম উপায়ে প্যাকেট জাত আর এ জন্য দরকার সঠিক তদারকি নিশ্চিতকরণ। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো। বীজ সরবরাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো মাত্র ১-২% বীজ সরবরাহ করে থাকে বাকি ৯৮% বীজ কৃষকপর্যায়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে যাতে কমপক্ষে ২০-২৫ ভাগ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা যায়। দিনব্যাপী এই কর্মশালার সিলেট অঞ্চলের চার জেলার উপপরিচালক মহোদয়গণ ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ কৃষিবিদ জনাব দিলীপ কুমার অধিকারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, এসএমই কৃষক, সাংবাদিক ও এআইএস সিলেট অঞ্চলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট

পার্বত্য এলাকায় বাতাবিলেবু ও কলার বাম্পার ফলন

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সারা বছরই কলা উৎপন্ন হলেও বছরের এই সময় কলার উৎপাদন বেড়ে যায় কয়েকগুণ, একই সাথে মৌসুমি ফল বাতাবিলেবু একই সময়ে বাজারে আসতে থাকায় রাঙ্গামাটির বাজার এখন কলা ও বাতাবিলেবুর দখলে। পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায় উৎপাদিত বাতাবিলেবু ও কলা আসছে স্থানীয় বাজার থেকে বড় বড় বাজারে। আড়তদাররা সেই ফল কিনে নিয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকরা ভালো দাম পেয়ে এসব ফসল চাষে আরো উৎসাহিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক বলেন রাঙ্গামাটিতে ১১ হাজার ৭ শত হেক্টর জমিতে কলা ও ১২১০ হেক্টর জমিতে বাতাবিলেবুর বাগান রয়েছে এবং এর পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর আবহাওয়া ভালো থাকায়, বাজারে সার ও বালাইনাশকের দাম ও সরবরাহ কৃষকবান্ধব। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণকর্মীগণ ফল চাষ বিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করায় এ বছর কলা ও বাতাবিলেবুর বাম্পার ফলন হয়েছে।

সাধারণ চাষিরা ফল সংরক্ষণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সে প্রসংগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা বলেন এ এলাকার উৎপাদিত ফল সঠিক সময়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পুষ্টি কর্নার : সফেদা

সফেদা একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ সুস্বাদু ফল। এতে রয়েছে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি'। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম সফেদায় জলীয় অংশ ৭৩.৭ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯৮ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ১.১ গ্রাম, শর্করা ২১.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৮ মিলিগ্রাম, লৌহ ২.০ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৯৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৩ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৬.০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

বরিশালের বানারিপাড়ায় ভার্চুয়ালে মাঠদিবস উদ্বোধন করেন বিনার ডিজি

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত জনাব মো. অলিউল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার, বানারিপাড়া, বরিশাল

বিনাধান-১৭ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এক কৃষক মাঠদিবস ১৯ নভেম্বর ২০২০ বরিশালের বানারিপাড়া উপজেলার ইলুহারে অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম।

তিনি বলেন, বাড়তি মানুষের খাদ্যের জোগান দিতে প্রয়োজন স্বল্পকালীন ফসলের জাত ব্যবহার। এর মাধ্যমে শস্যনিবিড়তাও বৃদ্ধি পায়। এমন একটি জাত হচ্ছে বিনা ধান-১৭। ১১২-১১৫ দিনের মধ্যে ঘরে তোলা যায়। সার ও পানি সাশ্রয়ী। রোগপোকার আক্রমণ কম। ফলনও হয় বেশ ভালো। তাই এর আবাদ বাড়ানো দরকার।

বিনা আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. বাবুল আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মো. অলিউল আলম। বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. সোহেল রানার সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শহিদুল ইসলাম, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মার্জানা আক্তার, প্রদর্শনী চাষি কৌশিক সরকার, মো. নুরুজ্জামান প্রমুখ। মাঠদিবসে শতাধিক কিষান-কিষানি অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

লালমনিরহাটে কৃষকদের বিনামূল্যে ধানমাড়াই

প্রথম পাতার পর

মাননীয় সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একইভাবে কৃষিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষকদের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করছে। যাতে করে কৃষকরা সহজেই এবং স্বল্প ব্যয়ে তাদের উৎপাদিত ফসল ঘরে তুলতে পারে।

ধানমাড়াই মেশিনের গুরুত্ব উল্লেখ করে প্রধান অতিথি বলেন স্বল্প শ্রমিক ও কম খরচে কৃষকের উৎপাদিত ধান মাড়াইয়ের জন্য বিতরণকৃত একটি ধানমাড়াই মেশিন দিয়ে ঘণ্টায় ১ একর জমির ধানমাড়াই করতে পারবে এই সুবিধাভোগী কৃষকরা।

বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক নাজিরুল ইসলাম, লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক আবু জাফর প্রমুখ। লালমনিরহাট সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উত্তম কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়ণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী পরিচালক ড. মুহাম্মদ আজিউল্যা।

এ সময় কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ৩০টি গ্রুপের সভাপতি, সম্পাদক ও কৃষকসহ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ হুমায়ুন কবির, কৃতসা, রংপুর

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাটির গুরুত্ব অপরিসীম

প্রথম পাতার পর

করতে হলে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা ও শস্যের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। সেজন্য মাটিকে সজীব রাখতে হবে, মাটির গুণাগুণ বজায় রাখতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ শনিবার অনলাইনে 'বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার, শোকেসিং এবং সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মাটিকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুত্ব উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, শুধু কৃষি নয়, মাছ, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির খাদ্যও মাটি থেকে আসে। এ ছাড়া, দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে শস্যের নিবিড়তা বাড়ছে কিন্তু মাটির উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। টেকসই মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাটির উৎপাদনশীলতা, মাটিতে গাছের অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানের মান বজায় রাখতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে মাটির গুণাগুণ ধরে রাখতে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমি, পাহাড়ি এলাকার সমস্যাক্লিষ্ট জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। যার মাধ্যমে টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় দেশে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২০ পালনের জন্য রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এ সেমিনারের আয়োজন করে। সহযোগিতা করেছে মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, সয়েল সাইন্স সোসাইটি অব বাংলাদেশ এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'মাটিকে সজীব রাখুন, মাটির জীববৈচিত্র্য রক্ষা করুন (keep soil alive, protect soil biodiversity).

এফএওর হিসাব মতে, পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের এক-চতুর্থাংশের আবাসস্থল হচ্ছে মাটি। সুস্থ মাটির একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে মাটির জীববৈচিত্র্য। এ জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে পারলে মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, আর মাটি সুস্থ থাকলেই কেবল নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হবে। কিন্তু বর্তমানে মাটির এ জীববৈচিত্র্য ক্ষতির সম্মুখীন যা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অন্যতম একটি কারণ টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা না থাকা।

পরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 'সয়েল মিউজিয়াম সফটওয়্যার' উদ্বোধন ও 'ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন ইন বাংলাদেশ' বই এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানীত সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিধান কুমার ভান্ডারের সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, এফএও'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

দিনের দ্বিতীয় কারিগরি সেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে 'সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২০' বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। এ বছর সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কৃষকপর্যায়ে আমচাষি মোঃ মতিউর রহমান, শিক্ষাবিদ হিসাবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিভাগের অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. জেড. করিম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

নিরাপদ উপায়ে ফসল উৎপাদনে আইপিএম পদ্ধতির বিকল্প নেই

নিরাপদ উপায়ে ফসল উৎপাদনের জন্য আইপিএম পদ্ধতির বিকল্প নেই। এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং কোনো রাসায়নিক দ্রব্য চাষ কাজে ব্যবহার করা হয় না। এতে ফসল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না ও নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদন অনেকটা নিশ্চিত হয়। পাবনা জেলার ঈশ্বরদীর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যম নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লক্ষীকুণ্ডা ইউনিয়নের কামালপুর পূর্বপাড়া গ্রামে ১৬ নভেম্বর ২০২০ আইপিএম মডেল ইউনিয়নের প্রচারণা সভা অনষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: আব্দুল কাদের এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুখে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি তুলে দিতে নিরাপদ উপায়ে ফল ও সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষক-কৃষাণী না বুঝে ফসলক্ষেতে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে নিরাপদ ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। তিনি পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদনে আইপিএম মডেল ইউনিয়নের প্রচারণা সভায় অংশগ্রহণকারী কৃষক-কৃষাণীদের নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সকলকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে লক্ষীকুণ্ডা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান শরীফের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুস সালাম খান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আতিয়া ফেরদৌস কাকলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, পাবনার কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রায় শতাধিক কৃষক কৃষাণী প্রমুখ।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

এআইসিসির সদস্যগণ দেখিয়ে দিয়েছে কৃষকরা

৫ম পাতার পর

কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাস্তবায়নাধীন ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) চলমান রয়েছে, যা বিভিন্ন রিমোট এলাকায় অবস্থিত। বাস্তবায়নাধীন সকল এআইসিসির মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য ও প্রযুক্তি সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

এই দুই দিনের প্রশিক্ষণে কৃষি উন্নয়নে ই-কৃষি ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের বর্তমান কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা জনাব অঞ্জন কুমার বড়ুয়া এবং সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ও সরকারি নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস সদর দপ্তরের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) কৃষিবিদ মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

উল্লেখ্য, কৃষি তথ্য সার্ভিসের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ৩৪টি এআইসিসি চলমান রয়েছে তার মধ্যে ১৫টি এআইসিসি থেকে ৩০ জন কৃষককে উক্ত প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সংবাদ বাদল সরকার, কৃতসা, ঢাকা অঞ্চল

কৃষিতে আইসিটি ব্যবহারে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে

প্রথম পাতার পর

এ পুরস্কার গ্রহণ করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চক্রবর্তী।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, বেসিসের সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩ দিনব্যাপী তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক উৎসব 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০'। এবারের ৭ম আসরে প্রতিপাদ্য ছিল 'Socially Distanced, Digitally Connected'

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

বোরো আবাদ ৫০ হাজার হেক্টর বাড়ানো হবে

শেষের পাতার পর

মাঠ থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সকল কর্মকর্তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং কৃষকের পাশে থাকতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২২ নভেম্বর ২০২০ রোববার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বছর ধানের ভালো দাম পাওয়ায় চাষি- কৃষকেরা খুশি ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় আছে। অন্য দিকে, আমরা কৃষকদেরকে যে বোরো ধানের উন্নত বীজ সরবরাহ করছি, সার, সেচসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় যে প্রণোদনা দিচ্ছি তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, শুধু বোরো ধান নয়, সামনে রবি মৌসুমে যে ফসলগুলো আছে যেমন: পেঁয়াজ, গম, আলু, ভুট্টা, সরিষা, শাকসবজি, মাসকলাইসহ সকল ফসলের উৎপাদন বাড়াতে এখনই কাজ করতে হবে। দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিসহ সারা দেশে ভুট্টা চাষের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই, এ সকল ফসল অত্যন্ত সফলভাবে উৎপাদনের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি এখনই নিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব সাফল্য আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে-উৎপাদন বাড়িয়ে সে ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মো: মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, মহাপরিচালক (বীজ) বলাই কৃষ্ণ হাজরা, অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা) মো: আব্দুল কাদের এবং সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ১৬.৩০%। যেখানে জাতীয় গড় অগ্রগতি প্রায় ১৩%।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা

❑ অগ্রহায়ণ-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে ১ নং সংসদ সদস্য ভবন চত্বরে কাজুবাদামের চারা রোপণ করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলার কৃষকসহ সকল মানুষের দুঃখ দুর্দশা স্বচক্ষে দেখেছেন। বাংলার কৃষক ছিল চিরদুঃখী, শোষিত ও বঞ্চিত। সেজন্য, বঙ্গবন্ধু সারা জীবন তাঁদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন। বাংলার মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করে জীবনমান উন্নয়নের জন্য সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে রয়েছে। সেজন্য, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে হলে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৮ নভেম্বর ২০২০ বুধবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে সংসদ সদস্য ভবন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সারা দেশে ১ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসাবে বৃক্ষরোপণ শেষে এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ ঝুঁকি আরো বেড়েছে। সেজন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ও সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে সবুজ-শ্যামল রাখতে হলে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১ নং সংসদ সদস্য ভবন চত্বরে একটি কাজুবাদামের চারা রোপণ করে বলেন, বাংলাদেশে কাজুবাদাম চাষের সম্ভাবনা প্রচুর। দেশে কাজুবাদামের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। দেশে-বিদেশে কাজুবাদামের চাহিদা প্রচুর। বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সেজন্য, দেশে কাজুবাদাম চাষ জনপ্রিয় করতে উন্নতজাতের চারা বিতরণ, প্রযুক্তি ও পরামর্শসহ সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। এ ছাড়া, কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কাঁচা কাজুবাদাম আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। আশা করি ৩-৪ বছরের মধ্যে দেশে কাজুবাদামের বিপ্লব ঘটবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এ সময় জাতীয় সংসদ চত্বরে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য জাতীয় সংসদকে ধন্যবাদ জানান এবং মাননীয় সংসদ সদস্যসহ সকলকে কাজুবাদামের চারা লাগানোর অনুরোধ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বোরো আবাদ ৫০ হাজার হেক্টর বাড়ানো হবে কর্মকর্তাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত আছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

আগামী মৌসুমে বোরো ধানের আবাদ ৫০ হাজার হেক্টর বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বন্যাসহ নানা কারণে এ বছর আমনের উৎপাদন ভাল না হওয়ায় ধানের দাম খুব বেশি। যেটি নিয়ে খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছি। সেজন্য, যে কোন মূল্যে আমাদের আগামী মৌসুমে বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বোরোর চাষযোগ্য কোন জমি যাতে খালি না থাকে সে ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহ দিতে হবে। বোরোর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

নওগাঁর পোরশায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি, খাদ্য মন্ত্রণালয়

নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে উপজেলাপর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হলরুমে ২৩ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকিত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও নওগাঁ-১ (পোরশা, সাপাহার ও নিয়ামতপুর) আসনের সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd